জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপ-৬

আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক

হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাওরাতের একটি কপি নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, এটা পবিত্র তাওরাত একথা বলেই হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উক্ত তাওরাত থেকে পড়তে শুরু করলেন। হযরত ওমর যতই পড়ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র চেহারার রং ততই পরিবর্তিত হতে লাগল। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে দিকে খেয়াল করছিলেন না। রাগের আতিশয্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র চেহারার পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পেরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলে উঠলেন ওমর, তুমি তো বরবাদ হতে চলেছ, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর চেহারাই পাকের দিকে তাকিয়ে দেখ। একথা শুনে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করেই সাথে সাতে আরয করতে লাগলেন , আমি আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর অসন্তুষ্টি ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর অসন্তুষ্টি থেকে পরিত্রাণ কামনা করছি। আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করেছি। অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ''ধরে নাও যদি কখনও হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম তোমাদের কাছে আসে, আর আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের অনুসরণ কর তবে নিশ্চয়ই তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, এই যুগেও যদি হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম আসে এবং আমার নবুওয়ত পায় তবে আমার অনুসরণ না করে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম এর গত্যান্তর থাকবে না। [দারেমী শরীফ, মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা- ৩২]

উপরিউক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল, আমাদের নবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান না এনে তাঁকে স্বীকৃতি না দিয়ে অন্য কোন নবীর উপর ঈমান আনলেও তাতে ঈমানদার হওয়া যায় না তথা হেদায়ত পাওয়া যায় না বরং তাতে সে বেঈমানই থেকে যায়। কারণ রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই হলেন কুফর এবং ঈমান এ দুয়ের কষ্টিপাথর। যারা তাঁকে মানে তাঁরা ঈমানদার এবং যারা মানে না তারা বেঈমান। বুখারী শরীফের হাদীসে তাই বলা হয়েছে 'মুহাম্মদুন ফরকুন নাইনান নাস' অর্থাৎ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই হলেন মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ তার স্বীকৃতিদাতারা হবেন ঈমানদার এবং তাকে অস্বীকৃতি প্রদানকারীদের বলা হবে বেঈমান। তাঁকে স্বীকা না করে অন্য নবীগণের স্বীকৃতি দিলেও সে ঈমানদার হবে না বরং বেঈমানই থেকে যাবে। আর বেঈমানের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম। পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ৮৮ নং আয়াতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন, 'তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী, তাদের শাস্তি হাল্কা বা সহজ করা হবে না।'

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উপরিউক্ত হাদীস শরীফ ও পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে আমরা যা বুঝতে পারলাম তা হলে কোন ব্যক্তি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর স্বীকৃতি না দিয়ে অন্য নবীগণের উপর ঈমান আনলেও সে বেঈমানই থেকে যাবে এবং তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম। তার শাস্তি হালকা করা হবে না। কুরআন ও হাদীসের কথা শুনার পরে এবার জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মি: মওদুদীর ভাষণ শুনুন- বরাবরের মত প্রথমে উর্দুতে এবং পরে বাংলায় 'জো লোগ্ জেহালত ও নাবিনায়ী কে বাইছ রাসূলে আরাবী কি ছাদাকাত কে ক্বায়েল নেহী হ্যাঁয়, মগর আম্বিয়ায়ে ছাবেকীন পর ঈমান রাখ্তে হ্যাঁয় আওর ছালাহ্ ও তাকওয়া কি জিন্দেগী বছর করতে হ্যায় উন কো আল্লাহ কি রহমত কা ইত্না ইচ্ছা মিলেগা কেহ্ উন্কি ছাজা মে তাযকীক হো জায়েগী।' [তাফহীমাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮]

'যারা মূর্খতা ও অন্ধত্বের কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে স্বীকার করে না। তবে পূর্ববর্তী নবীগণের উপর ঈমান রাখে এবং পরিশুদ্ধ ও তাক্বওয়ার জীবন যাপন করে তারা আল্লাহর রহমতের এতটুকু হিস্সা লাভ করবে যাদ্বারা তাদের শাস্তি হাল্কা হয়ে যাবে।

প্রিয় পাঠক, মওদুদীর উল্লিখিত কথাটির ধার অত্যন্ত ভয়ংকর

আমার মনে হয় এবং আমি বিশ্বাস করি তার এই বক্তব্য পড়ার পর কোন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করতে পারে না। তাই মওদুদীর এই বক্তব্যটিকে আমি কয়েকটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করতে চাই :

প্রথমত : ইতিপূর্বে পবিত্র কুরআনের আলোকে ও পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে বিশ্বাস না করে অন্যান্য নবীদের উপর ঈমান আনলেও কাউকে মুসলমান বলা যাবে না এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। তার শাস্তি কখনো হবে না। অথচ মওদুদীর বক্তব্য তার উল্টো। অর্থাৎ তারমতে তার শাস্তি হালকা করা হবে! (নাউযুবিল্লাহ্)

দ্বিতীয়ত : ইসলাম ধর্মে কোন বেঈমানকে মুত্তাকী বলা যায় না। কারণ তাকওয়ার সম্পর্ক আমলের সাথে। একজন লোক ঈমান গ্রহণ করার পর যখন নেক আমল করতে যাকে তখন তাঁর তাকওয়া অর্জিত হয় এবং তাঁর আমল গুলো আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। সে কারণেই পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুসের ৬৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ পাক ঈমান গ্রহণ করার পর তাকওয়া অর্জন করার কথা বলেছেন। সুতরাং বুঝা গেল, তাকওয়ার সম্পর্ক ঈমানের সাথে। ঈমান না থাকলে তাকওয়ার প্রশ্নই আসে না। এটাই ইসলাম ধর্মের মৌলিক নীতি। তবে মওদুদীর ধর্ম এর বিপরীত। তার ধর্মে নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে বিশ্বাস না করেও তাকওয়ার জিন্দেগী বসর করা যায়। (মুত্তাকী হিসেবে জীবন যাপন করা যায়)। মওদুদীর ধর্মের নতুন পরিভাষা এটা। মুত্তাকী কাফের বা বেঈমান পরহেজগার। এ রকম পরিভাষা শুনে চিড়িয়াখানার বানরও হাসবে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন বেঈমানকে বা কাফেরকে কেউ মুত্তাকী বলেছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে স্বীকার না করেও যদি তাকওয়া অর্জন করা যায় তবে এটা তো ইহুদি, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধসহ অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য মুত্তাকী হওয়ার সহস্রাব্দের সেরা সিকাউন্ট অফার! মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যিনি ইসলাম ধর্মের নবী তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন না করেও যারা মুত্তাকী হতে চায় তারাতো অতিসত্ত্বর জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মি.মওদুদীর সাথে যোগাযোগ করে বেঈমান হয়ে যাবে। আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করুন! প্রিয় পাঠক, বিধর্মীরা এমন নোস্‌খা পেলে সিএনএন অথবা বিবিসিতে প্রচার করার জন্য তৎপর হবে না তো?

তৃতীয়: মওদুদীর উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায়; আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে বিশ্বাস না করেও তাকওয়া অর্জন করা যায় এবং আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়। বাহ্ কি চমৎকার মওদুদী ধর্ম! তার মতে নবীকে অবিশ্বাস করা তাকওয়া অর্জন করা ও রহমত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না। এটা হল শতাব্দির সেরা কৌতুক! মহান রাব্বুল আলামীন আপন হাবীবকে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ করে দিলেন। অথচ সেই নবীকে বিশ্বাস না করলেও আল্লাহ পাক কাউকে রহমত দিয়ে দেবেন! কাউকে মুত্তাকী বানিয়ে দেবেন!! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অর্থাৎ যেখানে কাফেরের পরিপূর্ণ শাস্তি পাওয়া অবধারিত বিধান সেখানেও একটি বিশেষ কারণে শাস্তির মাত্রা হালকা করে দেয়া হবে মর্মে হাদীস শরীফে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রশ্ন হল কি সেই বিশেষ কারণ? মি. মওদুদীও একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে আযাব হালকা হওয়ার তথ্য দিয়েছে। মওদুদীর প্রদর্শিত সেই কারণই কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? না মোটেই নয়। বরং বলতে পারেন বিষয়টি পুরোপুরি উল্টো। তাই তা তার মনগড়া। শাস্তি হালকা করণ মর্মে মওদুদীর প্রদর্শিত কারণের ঠিক বিপরীত বিষয়ের উল্লেখ আছে হাদীসে পাকে। লক্ষ্য করুন, মওদুদীর বক্তব্য হল, অপরাপর নবীগণের উপর ঈমান এনে তাকওয়ার জীবন নির্বাহ করলে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান না আনলেও শাস্তি হালকা হয়। সংক্ষেপে বলতে পারি, মওদুদীর মতে শাস্তি হালকা করা হবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অসংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও। পক্ষান্তরে হাদীসের ভাষ্যমতে জাহান্নামে কাফেরদের শাস্তি হালকা করণের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তাও একমাত্র আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সংশ্লিষ্টতার কারণে। আবু লাহাব ও আবু তালেবের ক্ষেত্রে শাস্তি হালকা করণের কথা বুখারী শরীফে আছে এবং তা আবু লাহাবের ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে শুভাগমনের কারণে আনন্দের কারণে আর আবু তালেবের ক্ষেত্রে কাফেরদের আক্রমণ থেকে নবী পাককে নিরাপদ করার কারণে। অর্থাৎ উভয়টিই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণেই। তাহলে বিষয়টা দাঁড়ায় এরকম, জাহান্নামে কাফেরদের আযাব হালকা করার কারণ- ইসলামের মতে নবীর সংশ্লিষ্টতা আর মওদুদীর মতে নবীর সাথে অসংশ্লিষ্টতা! মহানবী সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনা ফরজ করেছেন স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন। সূরা ফাতাহর ১৩নং আয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপর কেউ ঈমান না আনলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করে তার জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। এমন কাফের বেঈমানকে রহমত প্রদান করলে অথবা তার শাস্তি হালকা করে দিলে প্রকারান্তরে প্রতিশ্রুতি যেমন ভঙ্গ করা হয়। সাথে সাথে নবীকেও অপমান করা হয়। অথচ আল্লাহ পাক নবীকে অপমান করবেন না মর্মে সূরা তাহরীমের ৮নং আয়াতে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না মর্মে অসংখ্য আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন। দুই বন্ধুর একজনকে উপেক্ষা করে দ্বিতীয় বন্ধুর কাছে করুনা কামনা করা নির্লজ্জ বেহায়া মানুষের কাজ। মূলত আমার বন্ধুকে যে অবজ্ঞা করবে আমি কখনই তাকে পুরস্কৃত করব না। কারণ, তাতে আমার বন্ধুকে অপমান করা হয়। আল্লাহ পাকও তাঁর প্রিয় হাবীবকে উপক্ষো করলে কাউকে পুরস্কৃত করবে না। এটাই শেষ এবং চূড়ান্ত কথা।

চতুর্থত : সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এবার একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলব। ইসলামের মৌলিক নীতিমালা এই যে, কাফের তথা বেঈমান যতভাল কাজই করুক না কেন- তার ভাল কাজের বদলা সে পৃথিবীর জীবনেই ভোগ করে নেয়। এখানেই তার শেষ। আখিরাতে তার কোন প্রতিদান সে পাবে না। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। জাহান্নামে তার জন্য নির্ধারিত শাস্তি পরিপূর্ণভাবেই সে পাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং অসংখ্য হাদীস ইসলামের এ বিষয়টিকে মৌলিক নীতিমালার মর্যাদা দিয়েছে। তবে হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে এ মহান সত্যটিও প্রমাণিত যে একটি বিশেষ কারণে ব্যতিক্রম হিসেবে ওই অপরটিকে বিশেষ বিবেচনায় আনা হয়েছে মাত্র।

মোটকথা, আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের হিস্সা পেতে এবং আযাব থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনার আবশ্যকীয়তাকে অস্বীকার করার জো নেই। প্রিয় পাঠক, এই হল জামায়াতে ইসলামীর তথাকথিত ইসলামের নমুনা! আমি আমার লেখার ৫ম সিরিজে বলেছিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্মান না দেয়ার জন্য যত ধরণের বাহানা বা অভিনয় দরকার তার সবই করতে মওদুদী সাহেব প্রস্তুত। মাফ করবেন, রাজনীতিক আলোচনা হিসেবে নয়- সাম্প্রতিক বিষয় বলেই উল্লেখ করছি, আমাদের দেশে গত কয়েক মাস থেকে 'মাইনাস টু' নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। একজন নাগরিক হিসেবে আমি 'মাইনাস টু' বলতে যা বুঝি তা হল, দুই নেত্রীকে বাদ দিয়ে রাজনীতি। তবে মওদুদী সাহেবের উক্ত বক্তব্য পড়ে কেউ যদি তার মাইনাস ওয়ান এর এজেন্ডার ধারণা গ্রহণ করে তবে তা অসঠিক হবে বলে মনে হয় না। কারণ, মওদুদীর বক্তব্যে অপরাপর সকল নবীর কথাই আছে- একজন ব্যতীত। কারণ তার মতে, তাক্ওয়া, রহমত ও আযাবে হ্রাস প্রাপ্তির জন্য অন্যান্য নবীগণের উপর ঈমান ও তাদের শরীয়ত মতে আমল করা যথেষ্ট, আমাদের নবীর উপর ঈমান তাঁর শরীয়তের উপর আমল করা জরুরী নয়। নাউযুবিল্লাহ। এখানেও তাহলে বিগ হেডলাইনটা হবে এরকম। আমাদের দেশীয় রাজনীতির বর্তমান এজেন্ডা হল 'মাইনাস টু' তথা দুই নেত্রী বিহীন রাজনীতি আর জামায়াতে ইসলামীর চিরস্থায়ী এজেন্ডা হল মাইনাস ওয়ান তথা রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিহীন ইসলাম। আমার বিশ্লেষণের যথার্থতার প্রমাণ বুঝার জন্য মওদুদীর বক্তব্যটি আরও একবার পড়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।